তারিখ ... 16 ... [illegible] ... 2009 ...
পৃষ্ঠা ... [illegible] ... কলাম ... [illegible] ...

প্রথম আলো

তিকাল টঙ্গীর তুরাগ নদ প্রাঙ্গণে নৌ-প্রেস
লক্ষে শিল্পী কুদ্দুস বয়াতি পরিবেশবিষয়ক

কাল ওভালে নামার সময় আবারও পাকিস্তান দলের সঙ্গী পুরোনো বন্ধু। বিতর্ক! দুদিন আগে এই মাঠেই উমর গুলের বোলিংয়ে উড়ে যাওয়ার পর যা উসকে দিয়েছেন ড্যানিয়েল ভেট্টোরি। নিউজিল্যান্ড দলের সূত্রে জানা যাচ্ছে, মাঠে নেমেই ভেট্টোরি আম্পায়ারকে বল পরীক্ষা করতে বলেছেন। পরে ম্যাচ রেফারি রঞ্জন মাদুগালের কাছে জানানো হয়েছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগও।

গুল অন্যায় কিছু করেছেন বলে প্রমাণিত নয়, কিন্তু ব্রিটিশ মিডিয়া যথারীতি কাজে নেমে পড়েছে। মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তিন বছর আগে মহাবিতর্কিত ওই ইংল্যান্ড-পাকিস্তান ব্র্যাডম্যানের বিখ্যাত সেই শূন্য, লেন হাটনের ৩৬৪ এবং প্রায় ষাট বছর টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ইনিংসের রেকর্ড হয়ে থাকা ইংল্যান্ডের ৯০৩। ইতিহাসের পাতায় এটাও লেখা আছে যে, এই মাঠেই হয়েছে একমাত্র টেস্ট ম্যাচটি, যেটিতে এক দল মাঠে নামতে অস্বীকৃতি জানানোয় প্রতিপক্ষকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল।

সর্বশেষ বিতর্ক নিয়ে পাকিস্তান দল যথারীতি মহা ক্ষুব্ধ। কোচ ইন্তিখাব আলম রেগেমেগে বলেছেন, 'এটা খুব অন্যায়। উমর গুল এমন রিভার্স সুইং পায় ওর বলে পেস আর অ্যাকশনের কারণে। চাইলেই কেউ এমন করতে পারে না।' উমর গুলের ব্যাখ্যা অনেকটা ইউনুস খানের মতোই। তাঁর দাবি, সাঈদ আজমলকে ছক্কা মেরে বল সাইট স্ক্রিনে ফেলেছিলেন স্কট স্টাইরিস। তখনই বলের এক পাশে বড় একটা আঁচড় পড়ে। এতেই তাঁর বল রিভার্স সুইং করাতে সুবিধা হয়েছে। তবে রিভার্স সুইং নয়, ইয়র্কারকেই টি-টোয়েন্টির প্রথম ৫ উইকেটের রহস্য বলে মানছেন তিনি।

ইচ্ছেমতো সেই ইয়র্কার করতে রানে ৪ উইকেট। গুলের সঙ্গে তাঁর মিলিত ধ্বংসযজ্ঞেই আয়ারল্যান্ড ২ উইকেটে ৮৭ থেকে দেখতে না-দেখতেই ৯ উইকেটে ১১১।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ অবশ্য কামরান আকমল। ওপেন করতে নেমে ৫১ বলে ৫৭ রানের ইনিংসের জন্য। বিশ্বকাপে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে আয়ারল্যান্ডকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েই মাঠে নেমেছিলেন ইউনুস খান। শহীদ আফ্রিদিকে তিন নম্বরে নামিয়ে দেওয়াটাও এ কারণেই। আফ্রিদি ১৩ বলে ২৪, তারপরও পাকিস্তান ১৫৯—যেটি ঠিক আইরিশ বোলারদের গুঁড়িয়ে দেওয়ার প্রতিফলক নয়।

না হলে কী করা যাবে, ইংল্যান্ডের উইকেট আর বোলারদের উদ্ভাবিত নব নব স্কিল এই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে যে শুধুই ব্যাটসম্যানদের খেলা করে রাখছে না। দেড় শকেই এখানে মনে হচ্ছে উপমহাদেশের মাঠের দুই শর মতো।

ভালোই হয়েছে। দর্শক শুধু চার-ছয়ই দেখতে চায় কে বলল! ব্যাটে-বলের লড়াইটাই তো ক্রিকেটের আসল মজা।

তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার অবসান চান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকারের প্রধান হিসেবে ফখরুদ্দীন আহমদকে অবশ্যই দায়িত্ব নিতে হবে। অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার ১২ অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে সুরঞ্জিত বলেন, সেখানে অর্থমন্ত্রী তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কিঞ্চিৎ পরিণামদর্শী সরকার বলেছেন। তাও অর্থমন্ত্রী অপরিণামদর্শী বলেননি। তিনি বলেন, 'ফখরুদ্দীন সরকার আমাদের রাজনীতিকে কলুষিত করেছে, সুপ্রিম কোর্টকে কলুষিত করেছে। ফখরুদ্দীন সরকার দুই বছর ক্ষমতা দখলে রেখেছে। আমরা আর এ ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারে ফিরে যেতে চাই না। জনগণও চায় না।'

রাশেদ খান মেনন বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অনেক দুর্নীতি হয়েছে। তারা দুর্নীতির নামে রাজনীতিবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেছে। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কারণে প্রশ্নবিদ্ধ দুর্নীতিবিরোধী অভিযান যাতে বন্ধ না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে মেনন চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। এটা হলে কী হতো জানা নেই। তিনি বলেন, রাজনৈতিক প্রশ্নে উদার হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অর্থনীতির ক্ষেত্রে উদার হতে হবে, এটা ঠিক।

হাসানুল হক ইনু সম্পূরক বাজেটে রাজস্ব আয় ও ব্যয় এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) কমে যাওয়া থেকে শিক্ষা নিতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, সম্পূরক বাজেটের ব্যর্থতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এবং এই সরকারের কিছুটা রয়েছে। তবে এ বিষয়ে তিনি অর্থমন্ত্রীকে দোষ না দিয়ে বলেন, প্রশাসনকে বাগে আনতে না পারায় এটা হয়েছে। বাজেট বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে সক্ষমতা বৃদ্ধির পরামর্শ দেন তিনি।

কে এম খালিদ বাজেট ঘোষণার আগেই কর প্রস্তাবগুলো ফাঁস হয়ে যাওয়ার সমালোচনা করেন। এটাকে ব্যর্থতা উল্লেখ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব থেকে শুরু করে পিয়ন পর্যন্ত সবাইকে বদলি করে দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

বাজেট আলোচনায় আরও অংশ নেন মোয়াজ্জেম হোসেন রতন, ওমর ফারুক

নিম্ন আদালতের বিচারকদের বয়স বাড়ানোর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আদালতের বিচারকদের বয়স বাড়ানোর উদ্যোগের খবরে প্রশাসনে প্রতিক্রিয়া দেখা হয়েছে। বিচার বিভাগ আলাদা করায় নির্বাহী অংশের ক্ষমতা খর্ব হওয়া নিয়ে বিচারালয় ও প্রশাসনের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন আছে। জনপ্রশাসনের একাধিক কর্মকর্তা গতকাল সোমবার *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রশাসনে অবসরের বয়স বাড়ানোর দাবিটি যৌক্তিক হলেও তা ঝুলিয়ে রেখে অন্য কোনো ক্ষেত্রে বয়স বাড়ানো হলে তার নেতিবাচক প্রভাব ২০০৫ সালে জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসনবিষয়ক সচিব কমিটির সভায় প্রশাসনে অবসরের বয়স ৬০ বছরে উন্নীত করার সুপারিশ করা হয়। একই বছর সংস্থাপন মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি প্রজাতন্ত্রের মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের অবসরের বয়স ৬০ বছর করার সুপারিশ করে।

সভায় যুক্তি দেওয়া হয়, যেহেতু মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের চাকরিতে প্রবেশের বয়স ৩০ থেকে ৩২ বছর পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে, তাই তাঁদের বয়স বাড়ানো সংগত হবে।

মাধ্যমিকে শতভাগ পাসের পেছনে অনেক কান্না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাওর-বাঁওড়, আদিবাসী ও প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে তুলনা করে এক ধরনের বৈষম্য তৈরি করা হয়েছে।

সেরা দশ থেকে ঝরেছে ৬৮৫ শিক্ষার্থী: ঢাকা বোর্ডের সেরা দশটি স্কুল থেকে এ বছর চার হাজার ৫৯৮ জন নিয়মিত ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল, তাদের সবাই পাস করেছে। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, নবম শ্রেণীতে নিবন্ধনের পর এসব বিদ্যালয় থেকে ঝরে গেছে ৬৮৫ জন শিক্ষার্থী। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগই আবার বাদ পড়েছে নির্বাচনী পরীক্ষায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অভিভাবক *প্রথম আলোকে* বলেন, রাজধানীর একটি শীর্ষস্থানীয় স্কুল থেকে তাঁর ছেলে নির্বাচনী পরীক্ষায় গণিতে ফেল করে। কিন্তু শত অনুরোধ সত্ত্বেও তাকে এসএসসি পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়নি। তিনি মনে করেন, নির্বাচনী পরীক্ষার পর তিন মাস চেষ্টা করলে ছেলেটি পাস করত। কিন্তু শতভাগের চিন্তায় অস্থির ওই প্রতিষ্ঠান এই ঝুঁকি নেয়নি। জানা গেছে, কোনো শিক্ষার্থীর খারাপ করার সামান্য আশঙ্কা থাকলে তাকে নির্বাচনী পরীক্ষায় আটকে দেওয়া হয়। ২০০১ সালে শিক্ষা বোর্ডগুলোর এক নির্দেশনায় বলা হয়, নির্বাচনী পরীক্ষায় এক বিষয়ে ফেল করলে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে দেওয়া হবে না। এই নির্দেশনার অপব্যবহার করছে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ শামসুল হক বলেন, নামকরা প্রতিষ্ঠানগুলো মেধাবী ছাত্র ভর্তি করে। তারপর আবার বাছাই করে শতভাগ শিক্ষার্থীর পাস নিশ্চিত করতে চায়। তিনি বলেন, কম মেধার শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভালো করার চেষ্টা বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে লক্ষ করা যায় না।

সেরা দশের তালিকা পর্যালোচনা: শতভাগ পাসের তালিকায় ঢাকা বোর্ডে প্রথম হওয়া মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজেও রয়েছে ঝরে পড়ার দৃষ্টান্ত। ওই বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে নিবন্ধন করে ৯৮৩ জন শিক্ষার্থী; তাদের মধ্যে ২৮ জন বিভিন্ন কারণে ঝরে গেছে। এসএসসি পরীক্ষায় নিয়মিত হিসেবে অংশ নেওয়া ৯৫৫ জনের সবাই পাস করেছে।

সেরা দশের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে পরিবর্তন করেছেন। এ ছাড়া আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন কারণ রয়েছে।

কিছু ব্যতিক্রম: শতভাগ পাস করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বেশ কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। রাজধানীর হলিক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় ঢাকা বোর্ডের সেরা দশের তালিকায় স্থান পায়নি। তবে ওই বিদ্যালয়ে নিবন্ধন করেছিল ১৯৬ জন শিক্ষার্থী; এর ১৯৩ জন পরীক্ষা দিয়েছে এবং সবাই পাস করেছে।

একইভাবে উত্তরা হাইস্কুল সেরা দশের তালিকায় তৃতীয় স্থান পেলেও ওই বিদ্যালয় থেকে ৬৩১ জন নিবন্ধন করেছিল; পরীক্ষা দিয়েছে ৫৮৪ জন এবং সবাই পাস করেছে।

সেরা দশের তালিকায় স্থান না পেলেও ঝরে পড়ার হার কম থাকা এবং সবাই পাস করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে উদয়ন বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ১৪৬ জন শিক্ষার্থী নিবন্ধন করেছিল; পরীক্ষা দিয়েছে ১৪৪ জন, পাস করেছে সবাই। লালবাগের বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেলস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ১৮২ জন শিক্ষার্থী নিবন্ধন করেছিল; এর মধ্যে ১৭৯ জন পরীক্ষা দিয়ে সবাই পাস করেছে। মিরপুরের ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ল্যাবরেটরি কলেজে নিবন্ধন করেছিল ১০৮ জন; এদের মধ্যে ১০২ জন পরীক্ষা দিয়েছে, পাসও করেছে সবাই। মিরপুরের এসওএস হারম্যান মেইনার কলেজ থেকে ৭৭ জন নিবন্ধন করেছিল; এদের ৭৬ জন পরীক্ষা দিয়েছে, পাস করেছে সবাই। ধানমন্ডির ওয়াইডব্লিউসিএ গার্লস হাইস্কুলে নিবন্ধন করেছিল ১৫০ জন; পরীক্ষা দিয়েছে ১৪৩ জন এবং সবাই পাস করেছে।

আবার ভিকারুননিসা নূন স্কুল এবং ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ থেকে মাত্র একজন করে শিক্ষার্থী ফেল করায় ওই প্রতিষ্ঠান দুটি শতভাগ পাসের তালিকায় স্থান পায়নি।

একজন পাস করায় শতভাগের তালিকায়: গোপালগঞ্জ জেলায় শতভাগ পাস করা একমাত্র প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সাতপাড় হেমলতা আদর্শ গার্লস হাইস্কুল। এই বিদ্যালয় থেকে এ বছর অনিয়মিত পরীক্ষার্থী ছিল একজন এবং সে পাস করেছে। এ জন্য বিদ্যালয়টির নাম ঢাকা বোর্ডের শতভাগ পাসের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

জুনিয়র স্কুলের লক্ষ্য থাকে সামনে ছাড়া বিয়ে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়ার মতো বিষয় রয়েছে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কেউ নিবন্ধন করতে চাইলে তো আর নিষেধ করা যায় না।

একইভাবে মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে অবস্থিত ইসলামপুর নবদিগন্ত হাইস্কুলে নবম শ্রেণীতে নিবন্ধন করেছিল ৩১ জন শিক্ষার্থী; এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে ছয়জন এবং সবাই পাস করেছে। নেত্রকোনার রাজুর বাজার কলেজিয়েট স্কুলে নবম শ্রেণীতে নিয়মিত নিবন্ধন করেছিল ২৩ জন ছাত্রছাত্রী। তাদের মধ্যে চারজন এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পায়, সবাই পাস করে। ১৯ জন শিক্ষার্থী ঝরে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম মোস্তফা বলেন, 'নিবন্ধন করলেও ১০ জন বিদ্যালয়ে আসেনি, একজন নির্বাচনী পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করায় বহিষ্কৃত হয়, আরেকজন নির্বাচনী পরীক্ষা চলাকালে অসুস্থ হয়। বাকি সাতজন দু-তিন বিষয়ে ফেল করায় তাদের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী সব বিষয়ে পাস করা চারজন নিয়মিত ছাত্রকে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

ছয়জন পরীক্ষা দিয়ে সবাই পাস করা মাদারীপুরের শিবচর আব্দুস সাত্তার ইবনে হালিমা সিরাজ গার্লস একাডেমির প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলমগীর শেখ বলেন, নবম শ্রেণীতে ১৫ জন নিবন্ধন করেছিল, নির্বাচনী পরীক্ষা দিয়েছিল আটজন, এদের ছয়জন এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে। একটি বিদ্যালয়ে এত কমসংখ্যক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দেওয়া এবং নিবন্ধন করা ১৫ জনের মধ্যে ছয়জন ঝরে পড়া সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, গত বছর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রথম বছরে তিনজনে পাস করেছিল দুজন। এবার ছয়জনের সবাই পাস করেছে। তিনি আরও বলেন, 'গ্রামে এখনো সচেতনতা কম, বাল্যবিবাহ এবং দারিদ্র্য তো আছেই। তাই সবাইকে ধরে রাখা যায় না।'

এক বিষয়ে ফেল, তাই পরীক্ষা দেওয়া যাবে না: শিক্ষা বোর্ডগুলোর নির্দেশনা হচ্ছে, নির্বাচনী পরীক্ষায় এক বিষয়ে ফেল করলে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ